জুলেখা বাদশার মেয়ে নয়

আদিত্য অনীক

জুলেখা বাদশার মেয়ে এটা ঠিক নয়,
জুলেখা আসলে ওর বাবার মেয়ে।
বাবা মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল আর ফিরে আসে নি।
আমার সাথে স্কুলে যেতো, আট এর ক্লাসে পড়ত
মায়ের সাথে থাকত। শাক ঘুটে কুড়াতো
আর যে পথে বাবা যুদ্ধে গিয়েছিল সে পথে..
মোলাবাড়ির বড় মোলা দলনেতা। মাথায়
জিন্নাটুপি, মুখে কালো দাড়ি হাতে রাইফেল।
ইসলাম ও পাকিস্তান রক্ষায় জান কুরবান দিল।
তার বাহিনী বাড়ি ঘিরে ফেললো।
দুস্কৃতকারী পেলো না। মালে গনিমত পেল।
গাই-বাছুর, ছাগল, মুরগী, মা আর জুলেখা।
হালাল হালাল জেলায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল।
জুলেখার চিৎকারে পাড়া কেঁপে কেঁপে উঠল।
পরাজিত বন্দির কান্না কেউ শুনে না,
মা হাহাকার করে বলল,
বাবারা তোমরা একজন একজন করে যাও,
আমার মাইয়াটা ছোট। মইরা যাবো গো.....
জুলেখা রক্তের উপর পড়ে রইল
মায়ের পেটে বেয়োনেট ঢুকিয়ে ফুটো করে গেল।
জুলেখা মরল না কারণ ও বাদশার মেয়ে নয়।
একদিন সত্যি বিয়ে হলো তার ফুল ছাড়াই।
অনেকদিন কোন সন্তান হলো না।
যুদ্ধ ওর বাবা-মা দেশ ও জরায়ু ছিন্ন ভিন্ন করে গেছে।
বাঁজা বলে স্বামী খেদিয়ে দিয়ে আবার বিয়ে করল।
জুলেখা বাড়ি বাড়ি বেড়ায় ভাতের খুজে।

(১)

(২)

বড় মোলা মুক্তিবহিনীর হাতে মারা গেল।
বাজারের পাশে তার লাশ মাটি চাপা দেয়া হল।
ছোট মোলা ওখানে রওজা শরীফ গড়েছেন।
শ্বেত পাথরে খোদাই করে লেখা আছে-
আসসালামু...... ইয়া হালাল কবুর
শহীদ রইস উদ্দিন মোলা জন্ম- ...... হিজরী.
মৃত্যু --- রমজান ....হিজরী মোতাবেক ..... ১৯৭১ ।
কতজন তার মাযার জিয়ারত করেন!
শানধার ফ্লাগ-কার আসে মাযারে
গোল হয়ে দু'হাত তুলে ফাতেহা পড়েন।
তার মত ইসলাম বুলন্দ সাহসী নেতার
হালে বড় প্রয়োজন-(আফসোস)।
ছোট মোলা বড় শহরে থাকেন।
তার গুলশানের বাড়িতে অনেক কাজ।
জুলেখাকে দয়া করে কাজ দিলেন বাসা বাড়ির ।
জুলেখার দুঃখ দুর হলো। ভাত-কাপড়ের যোগাড় হল।
ছোট মোলা বড় নেতা। সভা সমিতি সংসদ কত কাজ
কত কারবার! সারাদিনে তার শরীরের ঘাটে ঘাটে মেহনতের
বিষ জমে ওঠে। জুলেখা নরম হাতে তার শরীর টিপে দেয়।
আস্তে আস্তে মোলার চোখের পাতা মুদে আসে।
জুলেখা বাদশার মেয়ে নয়, তবে শাহী ক্ষমতার
গুপ্ত অলি-গলি এখন তার অতি পরিচিত।

সুবহে সাদিক
আদিত্য অনীক

সূর্যগর্ভা রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষায় থাকে বেতাল সংসারে
মধ্যরাতে হানিফার ঘোড়া পানি খায় সোনাভান চেনেলে।
থির থির ম্যালেরিয়া কাঁপে পৃথিবীর কুয়াশার নীচে।
ভেজা পাতা মুড়ি দিয়ে রাতের গার্ডেন ঘুমায়।
কুকুরের ডাকে নৈশব্দ নড়ে চড়ে বসে।
রাতের ডানাকাটা পরী জুলেখা ধাবমান ক্ষুধার
অবকায় গর্তে পড়ে থকথকে অন্ধকারে।
কালো কালো ব্যথা নড়ে তুম্বুর তলপেটে।
ব্যবসা গুটিয়ে বাড়ি ফেরার পা পাতার তুরিতে বাজে।
পান্ডুর চোখে লাইটপোষ্ট জাগে।
রক্তমুখী সূর্য হলুদ ক্যানভাসে ভেসে উঠে দিগন্তে।
কোলাহল পাখি ডেকে উঠে সুবহে সাদিক।
সকাল! সকাল! আসসালাতু খাইরুমমিনান নাউম।
পৃথিবীর বুকে পা তুলে জুলেখা হিসাবের খাতা খুলে।

ইতিহাস

আদিত্য অনীক

এখন গোধুলি সময় দিনের মত হারিয়ে যাবার ভয়, তবু
বেচে থাকব, দেখব কখন মেঘ কুসুমে সন্ধ্যা তারা ফুঠে?
প্যাচ-প্যাচানি বৃষ্টি ছেদে ব্যাক এন্ড হুয়াইট রাঙা ধনু ওঠে?
কষ্ট ছিল কষ্টে আছি কষ্ট আছে বুকের আপন দিকে
মরাসূর্য প্রান দিয়েছে চতুর জোনাকিকে।
পাখা মেলবি বাদুর জীবন? রাতের তারা বড্ড ঝুলে আছে
অনর্থক মনের গরু তুলিস না আর গাছে।
আমাকে সঙ্গে রাখিস কুমারী লাজ হাত বাড়ানোর হাতে
আমিও স্রোতের সাথে ডুবতে যাব নগ্নিকাদের সাথে।
হাওয়ায় ঠাসা জরজরা মেঘ জীবন ভিজা বৃষ্টি
চোখের জলে আটকে থাকসি স্বপ্ন পোড়া দৃষ্টি।
আমি যাদু জানি । যাদু হবি ইশকাবনের বিবি
ইচ্ছামত বাজি রেখে তুরুপ তাসে বাইন্ড খেলতে পাবি।
তুই যখন জলে আমি তখন কালাহারি ডাঙায়
এভাবেই দুর্ভাগ্যের ইতিহাস লেখা হয়ে যায়।

সুচিত্রা সেন

আদিত্য অনীক

আচ্ছা বলুন তো কোথায় আমার ত্রুটি?
প্রথম চালে আপনিই তো চড়িয়ে দিলেন ঘোড়ার পিঠে গুটি।
ঘোড়া মেরে হাতি মেরে এতিম রাজা চেকে ফেলে
বুঝিয়ে দিলেন। কী বুঝালেন?
ছকে পেলে সব মেয়েই কম-বেশি সুচিত্রা সেন।
বুকের পাটা এমনি দুলে নি
ভবি তো আর বেঘোর ভুলে নি
আপনিই তো মেঘ দুপুরে দুলিয়ে গেলেন আওলা চুলের বেণী
কলস মরন দড়ি মরন
যমুনার জল কালো বরন
জলের তলার মীনকুমারীর তৃষ্ণা লাগা বারন।
তৃষ্ণা আসে বালুর পিঠে মন পুড়ালে ছাই
উপুর কলস সংগে চলে বৃন্দাবনের রাই।
জল ঢেলে দিন, জল ঢেলে দিন, কলস উপুর করেন
তবে বুঝব জলকুমারী সত্যি সুচিত্রা সেন।

দমের বাতাস

আদিত্য অনীক

কিছুই তো হয় নি, না মহলা না মহালয়
আরম্বরের বাও ডিমে তা দিয়ে যাও বরাভয়
যারা পুড়তে জানে তারাই তো জ্বলে
একটা কিছু ভেঙে যাও নইলে জানব
কী করে রক্তমুখী সূর্য নিয়ে সন্ধ্যা কেঁদেছিল।
শক্ত কর শক্ত কর মন, তার পর বসে যাও
জলের উপর, চারপাশে আগুন সাত পাকের
ভয় নেই দেখতে দেখতে আগুনে হাত পেঁকে উঠবে।
ফনিমনসায় ফুল আসবে না। ফিরে যাও আকাশলীনা
বাবুর ফিডার, মিনসের মাজার ব্যাথা
তোমার অপেক্ষায় ঘুমাচ্ছে না।
ঘরে যাও, বাইরে ভালো দমের বাতাস পাবে
তবে বড্ড ঝড়ো। খোঁপার ফুল উড়ে যাবে।

অন্ধকারের সাঁতার

আদিত্য অনীক

ব্যাপার বেশি না এপার আর ওপার
মাঝখানে খুব কি বেশি? সামান্য কাটাতার
আরো কাছে আস সরল গদ্যে বলি
ধর গুলশান আর টেলকির পাড়
মাঝখানে খান কয় গাছ আর সামান্য পাগাড়।
কী আর এমন জেরবার?
মালকোঁচা মারতে পারো? সাঁতার জানো সাঁতার?
অন্ধকারের সাঁতার। প্রোটিয়ান ক্যারিয়ার গড়তে
এ সব জানা দরকার।
ডাবল ডেকারে টেলকির পাড় থেকে গুলশান
আসা যায় না। বড় জোড় আরামবাগের মেস কোয়ার্টার
গুলশান যেতে সর্টকাট পথ।
জানা চাই অন্ধকারের সাঁতার।

ঘুঘুদের খেলা

আদিত্য অনীক

কই ? খেলা তো ঘুরলো না
নিজেরাই তো ক্যাচকি প্যাছে ল্যাং খেয়ে পড়ে গেলাম।
দম নিলাম, হাওয়া দিলাম দমে দমে
মালকোছায় হাড়কষা লাগালাম
ঘসতে ঘসতে কুচকিতে বিখাউজ বাঁধালাম
খেলা তো ঘুরছে না, মাঠই তো ঘুরে যাচ্ছে।
হাটু কাদা মাঠ, ইট বৃষ্টি,
পুলিশের গুতা, টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট,
গরম পানি, জল কামান, বক রেইড,
ওয়ান ফোরটি ফোর, হুলিয়া, রেড কার্ড, আলোকস্বল্পতা-
সব মাথায় নিয়ে যেমনি গোল দিতে গেলাম,
দেখি-
রেফারী গোলপোষ্ট নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

আদি পাপ

আদিত্য অনীক

পথ ভুলেছে রাত্রি ও নারী দ্রুবর ইশারায়
খর চৈত্রের ঢালে ঝি ঝি ধরা নৈশব্দ।
কচুমুখী মুখিয়ে আছে বৃষ্টির জন্য গুমর পরপারে
জোসনা চিৎ হয়ে পড়ে আছে বিচ্ছিরি।
পালাগানের পালার আগে আছিয়ার ত্যক্তে বিরক্ত
কবি ইউসুফ সেজে যেহোবার পানা চাচ্ছে।
সারাগায়ে তলভূমির ভুরভুর সোদা গন্ধ
না, আমি ভাবছি না পাগৈতিহাসিক.............
ভাবছি এবার উল্টাব, নিচের পিঠ ধরে আসছে ।
উল্টালেই চিনতে পাবে। আমি ফেরাউনি পাপ
খোসা খোলা আনাতোলিয়ান গন্দম। খোসাটা ফিরিয়ে দাও।
গায়ে পরে ঝুলে পড়ি আদি আদমের ডালে।

সংসার

আদিত্য অনীক

বেড়া ফাঁক করো না উঁকি দিও না, ওটা সংসার
জানালার ছায়াপথে যেও না।
ছন্দপতনের শব্দে বাঁজে হেঁসেলের বাসন-কোশন
মাথায় উল্কা পড়বে।
সিলিং ফ্যানে ওড়না ঝুলছে ?
ঝুলুক, প্রেম শেষে ওখানে সংসার চলছে।
সকালে ওই উড়না লিপস্টিক ঠোটে
পারফিউম ছড়িয়ে রিকসায় অফিসে যাবে।
বিধ্বস্ত বস্ত্রে বিকেলে বেরুবে। গলির আড়ালে
ভবিষ্যতের হাত ধরে গলার কাঁটা দাড়িয়ে।
ভবিষ্যতের দু'হাত দু'জন ধরে বানিজ্য মেলায়
ঘুরবে। রাস্তার পারে ফুসকা খাবে।
ফিরতি পথে রিকসা না পেয়ে হাটতে হাটতে
পায়ের রক্ত টগবগিয়ে মাথায় উঠবে
ঝড় শুরু হয়ে যাবে পথেই
ঘরে ফিরে তুমুল উড়না আবার উঠে যাবে সিলিং ফ্যানে।

সুড়ঙ্গের আলো

আদিত্য অনীক

সুড়ঙ্গের শেষে যারা আলো দেখতে পেতেন তিনারা আসলে কানা ছিলেন।
আর সুড়ঙ্গে নষ্ট চোখটা পেতে ভালো চোখটা বুঁজে থাকতেন।
আলো দেখতে তাদের কোন সমস্যা ছিল না। বুঝিয়ে বলতে ছিল।
অনেক পীড়াপীড়িতে কোঁচর থেকে বের করতেন কাঁচকলা।
দৌড়ে আবার গুহায় সান্দিয়ে যেতেন। আলো বিষয়ক আলোচনায়।
আলোছায়ার মধ্যে লুকোচুরি মজার। পুরো অন্ধকারে জুচ্চোরি চলে না।
বড় বড় বরেণ্য চোরগণ বলে গেছেন আত্মজীবনীতে।
ফ্লাগ গাড়ি, ভিআইপি প্রটোকল,
পাজর ভাঙা গুতা, ভালব ফুটা হওয়া, বুটজোতা, ডিসমিস,
পদ-পদবী খোয়া কত কী ঝকমারি, আলো দেখতে পা পাওয়ায়।
সুড়ঙ্গের ফোকাসে সাটার নামে, কুয়াশা পড়ে, শীত জমে,
নির্জনতা বাড়ে, নির্জীব হয়ে আসে রাজপথ, নিশান গাড়ি ঘরে ফিরে।
তিনারা হাইবার নেশনে চলে যান। রোদ উঠলে আবার ফিরে আসবেন
টুপি খুলে ক্রীতদাসের হাসি হাসবেন।

সময়

আদিত্য অনীক

সারা দিন আলো দিন সারা রাত কালো রাত
অর্ধেক মন গিলেছে নিয়তি বাকিটা হাভাত
পাথর পেয়েছ? নীলা অথবা পান্না?
না পেলে ক্ষতি নেই কাদা তো পেয়েছ
গাঢ় সবুজ
মন মতো গড়ে নাও পান্নার মত লাল
বুকের আগুন উত্তাপে।
মেধাবী পাপড়ি হলুদ হয়ে গেছে
নীল চোখে পাংশুর নেশা লেগেছে।
কষাজীন ঢিলা হয়ে গেছে
রং চটে গেছে চুল ও চিবুকের
খরা লাগা ফসলের ডগার মত ঝুলে গেছে
বিশ্বাস ও বাসনা
কুয়াশা ধুয়াশা নেমেছে প্রান্তরে
ক্লান্ত যোদ্ধা নীচু ঘাড়ে ফিরে গেছে
উত্তপ্ত কফি ও উদ্ধত রমনী জুড়িয়ে গেছে।
সময়, মনে হয় এবার তোমার বয়স হয়েছে।

ভেবেছ মনে রাখব ?

আদিত্য অনীক

ভেবেছ মনে রাখব? মনে করে কষ্ট পাব?
প্রতি ঘুমে স্বপ্নে গিয়ে তোমার হাতে পানি খাব ?
একটুও না। ওসব আমার ধাতে সয় না
আমি একটু অন্য রকম চৈত্র মাসের মেঘের মত
সকাল বেলা আকাশ ছাপা দুপুর বেলা মর্মাহত
বিকেল হলে জমাট বাধি কপাল রেখার ঘামে
ঝাঁপিয়ে পড়ি ছাঁপিয়ে ধরি কালবৈশাখী নামে
কবে তোমার বিকাল হবে খরস্রোতায় জমবে চর ?
আমি তখন বৃষ্টি হব বজ্রশীলে, নিয়ম ভাঙা ঝড়।

আটফাডাং
আদিত্য অনীক

চলে যাচ্ছ ধীরে ধীরে না বললেও বুঝা যায়
বাঁশপাতা ভাব শাল গজারী ভাব খরার চৈত্র
আষাঢ়ে আসবে আবার? আসবে না?
ইচকদানা বিচকদানা সাতকাহনা বুকবেদনা
আচল থেকে কী ছেড়েছ ? চোরাবালি?
প্যাকের নীচে গন্দম? কাল শত্রু?
গন্দম কই? গন্দম কই ? মনসা দেবীর ফনা
অসবর্ণের কাচি আন্ডার ডগ হয়ে তলে তলে
শিকড় কাটে। গোড়া থেকে মাটি সরে যায়।
সকালের প্রেম বিকালের আজন্ম এলার্জি
বুকে পিঠে চেতনার শিরায় শিরায়,
অবচেতনের ঘামে। বাড়ি ঘুমালে
ছাদে এসো। শেষ বিকেলের অতি বৃষ্টির
বন্যায় জাত ধর্ম মধ্যবিত্তের আটফাডাং
কত কি ধুয়ে গেল???
আমরাও ভেসে যাবো একদিন......

ও আমার জন্মভূমি

আদিত্য অনীক

পাকের ঘরের স্যাত স্যাতে মেঝ
চাটির উপর ছেড়া কাথা
শীতের রাতের টেলকা ভিজা
গা ঘিন ঘিনে জন্মভূমি
নাড়ার উপর পা আছড়ানি
খড় বিচালির খচখচানি
হিসু ভেজা চবচবানি
বাশের তেউল শিয়ালমতি
আরবাহুশ নিমের পাতা
কেমন আছ তোমরা সবাই
কেমন আছ জন্মভূমি ?
এসব আমার মনে আছে
শোলার বেড়ার ঠান্ডা হাওয়া
ঘরের কোণায় শিয়াল ডাকা
ভুতের আছর হাইডরের ভয়
নাড়ি পোড়ার বোটকা গন্ধ
সীমের ছেনা আওলা ভাত
নাপাক শরীর নাপাক ঘর
মাঝে মাঝে দুপুর রাতে
সেগুন খাটে কয়ের ম্যাটে
নরম ওমের দালান ঘরে
হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে
তোমার কথা মনে পড়ে
হঠাৎ করে আতকে উঠি
কেমন করে বেচে গেলাম?

তুমি কি রেডী ?

আদিত্য অনীক

আর নয় অযথা জল ঘোলা করা
অনেক টেনেছি মউনি কাচা দুধে
অনেক ধুনেছি কুয়া কুয়া কল্পনা
অনেক বুনেছি ধান বাও ধনিচায়
অনেক শুনেছি হাঙ্গর কাহিনী
এবার ডাইরেক্ট শিকড়ে নেমে যাবো

বলা হয় নি এখনো

আদিত্য অনীক

তুমি কি আসবে সংসার থেকে একটু বাইরে
বেশ ফুরফুরা হাওয়া দিচ্ছে
গোমট ভাবটা কেটে যাবে। জীবনের এপিঠ এখনো
অনাবাদি। বিস্তর নাল জমি খিল পড়ে আছে।
হাত দুটো উল্টিয়ে ধরো । দেখবে কত কিছু
ঝরছে হাত থেকে। প্রেম প্রতীক্ষা দক্ষিণা।
ঘাড় ঘুরিয়ে দাড়াও। কাক তাড়ুয়া ভরকে যাবে।
বুকটান করে ধরো ঘাতকের অস্ত্র মোমের মত গলে
ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়বে ভোরের শিশিরের মত।
একটু আসবে বাঁশবনে চৈত্রের তেতুল তলায়
দুই ল্যাম্পপোষ্টের মাঝের আবছায়ায়- কথা আছে।
যে কথা তুমি জীবন ভর শুনতে চাইলে অথচ এখনো
কাউকে বলে উঠা হল না আমার।

সাহস দিও

আদিত্য অনীক

এমন কী দিয়েছ যে ওম শান্তি দিয়ে তাই চটকিয়ে চারটি খাব ?
রাতে ওর জ্বর এসেছিল বলে বেলাবেলি চলে গেলে।
ডাাংগর ডাংগর অলফলা গাছগুলা আতকা জলে মজিয়ে
বেলিকের মত ঠ্যাং কেউড়া দিয়ে পড়ে আছ কেন?
ফাক পেলে বঙ্গোপসাগরটা তোমার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে
পারতাম। বাস্তুহারা হালচাষ করে চারটি খেতে পেতো।
শান্তিতে আর কাজ নাই। এবার আমি যুদ্ধ চাই।
যুদ্ধ মানে খাড়া বড়ি থোড়। আকাশ চলে যাবে নরকে
আগুন লাভা ধ্বংস মৃত্যু উলাস পরাজয় ঝঞ্ঝা
চৌদিক ফানা ফানা করে তুলুক। এক চোখা প্রগতির
পিছটানে হাপানি ছুটে যাবে।
সাপ-শীতল নির্জীব শান্তিতে আমার কী লাভ
শীতে ওম নেই পেটে ভাত নেই চোখে ঘুম নেই।
পৃথিবীটা ভয়াবহ ভুমিকম্পে মৃত্যুপুরীর মত দুলে উঠুক
চিৎ-কাৎ হয়ে সম্পদ ও সভ্যতা গড়াগড়ি যাক
ওপার থেকে এপার। আমার ভাগে কিছু পড়ে যেতে পারে।
কত হাজার বছর আর এই অন্ধকারের শান্তিতে ?
হা ইশ্বর যুদ্ধ দাও দ্রোহ দাও আর দুর্বিনয়ের দুঃসাহস।

বারোয়ারী

আদিত্য অনীক

এত প্রেম কোথা থেকে আসে অসূয়া আত্মায়
এত অনুরাগ আবেগ ঘন নিঃশ্বাস চোখ ছলছল
যেখানে বারবার মার খায় আহত বিশ্বাস
আবার উঠে দাড়ায় নতুন সর্বনাশের আশ্বাসে
কার জন্য এত মায়া উল্টোরথের যাত্রা।
কে আনে ঢেউ জাগানো হাওয়া বারবার
যারা রাস্তা তুলে পকেট ভরে বাড়ি ফেরে
যারা সত্য কথা বিনে পয়সায় সাধে
তাদের জন্য লেক্সাস অষ্টব্যঞ্জন ফুলপেট

আমার দিনান্তে পাত পড়ে না ফুটপাতে
জলন্ত অংগারে বসে কেন এত ফেসিয়াল টিপস
সেই মহিয়সীকে খুঁজছি যার গালে লালা ঝরাবো
সেই বনিতা রাজ্যপাটকে যার গালে থাপ্পর কষাব।

তমাল

আদিত্য অনীক

করোটির লাভা মুখে আগুন ফুলকি ছুটাও আকাশ প্রদীপ করে।
বিদ্বেষ ভস্মকে তুখোরে উগরে দাও রাধিকা মচ্ছবে
ভিতরে ভিতরে ছায়া ধরে রাখো ঘন পলবে
মূলরূমে শোষে তোলো খনিজ পানি, পাখায় পোষ ঘর ভাঙা ঝড়
কবি তমাল বড় ভালবাসে লক্ষ লোকান্তর।
তমাল তুমি ছায়া মেলে ধর কৃষ্ণকলির তরুই বাশিতে
রাইকমলির নীল যমুনার জলকে চলার পথে।
এলোমেলো শব্দ দিয়ে কাব্য গেথে রেখেছি হাত পেতে
কবি বিফল প্রেমের বীজ বুনেছে তোমার চষা ক্ষেতে।
অন্তর্বাস ফুড়ে পা গলিয়েছ রুদ্ধ বিধাতার
উড়ু হিংসায় দেহ কালিও না আর
স্থিত হও নিশ্চল বসতে দাও উড়াল পঞ্খীরে
ছায়া দাও থির থির কবির মনোতীর্থ তীরে
লোকে তমাল বড় ভালবাসে, শ্যামল তমাল।
চরের সংগম খুঁজে ময়াল যমুনার শীর্ণ তীরে
আলোছায়া কুমারীবেলা অদেখা রোদ্দুরে পুড়ে
তমাল তুমি ছায়া ধরে রাখো
বারোয়ারী রাধা অংগে কলংক দাগ অন্ধ ছায়ায় ঢাকো।
এ ভাবে হয় না তমাল। তমাল কভূ উড়ে না।
পাখির মত উড়ে এসে বসে না বুকের বাগানে
চুঁড়ার আগুনে মেঘ লুঠ হয়ে গেল ধূঁয়ার শরীরে
দুঃশীল বাজ কী করে বাসর পাতে তোমার মগজে ?
দোষ দাও ত্রুটি ধর ঘৃনায় ঘৃনায় পিচ্ছিল
করে তোলো যমুনার পথ।
ছায়াবাণে বিদ্ধ কর ধাবমান রাধিকার রথ
তমাল তমাল ছায়া ধরে রাখো
তোমার চুলের জটার বরাভয় বন্দরে
অসমাপ্ত রাধা ইতিহাস পুড়িয়ে ভস্ম করে
ভরে রাখ শ্যামল তনুর লক্ষী পেঁচার কোটর
কবি তমাল বড় ভালবাসে লক্ষ লোকান্তর।